

■■ মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ১৭৯

পর্ব-১: ঈমান (বিশ্বাস) (كتاب الإيمان)

পরিচ্ছেদঃ ৫. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - কিতাব ও সুন্নাহকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা

باب الاعتصام بالكتاب والسنة _ الفصل الثاني

আরবী

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُم فِي زَمَان تَرَكَ مِنْكُمْ عُشْر مَا أُمِرَ بِهِ هَلَكَ ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا أُمر بِهِ نجا» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيِّ

বাংলা

১৭৯-[80] আবৃ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা এমন যুগে আছ, যে যুগে তোমাদের কেউ তার উপর নির্দেশিত বিষয়ের এক-দশমাংশও ছেড়ে দিলে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। অতঃপর এমন এক যুগ আসবে, যখন কেউ যদি তার প্রতি নির্দেশিত বিষয়ের এক-দশমাংশের উপরও 'আমল করে সে পরিত্রাণ পাবে। (তিরমিযী)[1]

ফুটনোট

[1] य'ঈফ: তিরমিয়ী ২২৬৭, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ২/৬৮৪। কারণ এর সানাদে "নু'আয়ম ইবনু হাম্মাদ" একজন রাবী রয়েছেন যিনি দুর্বল। আলবানী (রহঃ) বলেন: এর সানাদে নু'আয়ম ইবনু হাম্মাদ নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে যে বিষয়ে আমি غُنُوْ عَنُوْ عَنُوْ عَنُوْ الْمَوْ ضَوْءَ عَنُ الْمَوْ صَارِقا المُعَلِيْفَةُ وَالْمَوْ ضَوْءَ عَنُو الْمَوْ صَارِقا المَالِكِ الْمَوْ صَارِقا المَالِكِ الْمَوْ صَارِقا المُعَلِيْفَةُ وَالْمَوْ صَارِقا الْمَالِكِ الْمَوْ صَارِقا الْمَالِكِ الْمَوْ صَارِقا الْمَالِكِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللللللل

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: হাদীসে বর্ণিত সে যামানা হলো ইসলামের স্বর্ণযুগ, যে যুগে মুসলিমদের সার্বিক নিরাপত্তা ছিল। নির্দেশিত বিষয় বলতে সৎ কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ এখানে ফর্য বা আবশ্যকীয় বিষয়াদি কম-বেশী করে করার কোন দিক নেই। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীঃ তোমরা এই যুগে নির্দেশিত বিষয় থেকে এক-দশমাংশ তরক করলেও ধ্বংস হবে। কারণ, সে যুগটি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিদ্যমানতায় ও ইসলামের সবচেয়ে সম্মানজনক। সুতরাং সে যুগে নির্দেশিত



বিষয় তরক করা অপরাধমূলক, যা গ্রহণযোগ্য ছিল না।

আর শেষ যামানায় এক-দশমাংশ পালন করলেই নাজাত পাবে। কারণ হলোঃ সেই যামানায় যুলম-অত্যাচার ফিংনা-ফাসাদ বেড়ে যাবে, অন্যদিকে হক ও হাক্কের সাহায্যকারী হ্রাস পাবে। উপরস্তু উপযুক্ত ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে মুসলিম সমাজ সঠিক দিক-নির্দেশনা হতে বঞ্চিত থাকবে।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন